দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত মেনেই পাঠ্যবই ছাপতে হবে

আজ প্রেস মালিকদের সাথে এনসিটিবির বৈঠক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ের ছাপার মান ঠিক রাখার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের দেয়া শর্ত মেনেই প্রেসমালিকদের কাজ করতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) এমনটিই জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর বিশ্বব্যাংক তার অবস্থানেও অটল রয়েছে। ঋণদাতা এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপার ক্ষেত্রে পাঁচটি শর্ত জুড়ে দিয়ে সে অনুযায়ী অনাপত্তিপত্র গ্রহণ সংক্রান্ত চিঠি এনসিটিবিকে পাঠিয়েছে। আর এ শর্তে গতকালও রাজি হয়নি প্রেস মালিকরা। ফলে পাঠ্যবই ছাপা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটছে না।

গতকাল বিশ্বব্যাংকের শর্তযুক্ত চিঠি এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ছাপার কাজ শুরুর জন্য এনসিটিবির পক্ষ থেকে প্রেস মালিকদের অনুরোধ জানানো হয়। তাতে প্রেসমালিকরা রাজি না হওয়ায় আজ বুধবার সকালে তাদের সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিটিবি।

সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এনসিটিবিকে জানানো হয়েছে 'অনাপত্তিপত্র দিয়ে প্রেসমালিকরা কাজ শুরু করুক, শর্ত শিথিলের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রেসমালিকদের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত

২০ পৃষ্ঠার পর

পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে।' আজ এ বিষয়ে প্রেসমালিকরা রাজি হবেন এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন এনসিটিবির এক কর্মকর্তা। এতে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট ৩৫ কোটি কপি পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ৩৫ কোটি বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের প্রায় ২১ কোটি ৯২ লাখ, প্রাথমিকের ১১ কোটি এবং প্রাক-প্রাথমিকের ৬৭ লাখ কপি বই। মাধ্যমিকের বই ছাপার কাজ পুরোদমে চললেও প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। মাধ্যমিকের বই ছাপার সব খরচ সরকার বহন করলেও প্রাথমিকের বই ছাপার একটি অংশ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এ কারণে বিশ্বব্যাংকের শর্ত মেনেই কাজ করতে হয়। প্রাক্কলন বাজেটের চেয়ে কম মূল্যে কাজ করতে বইয়ের মান ঠিক থাকবে না এমন আশংকায় দরপত্রে নেই এমন ৫টি শর্ত দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।